তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)-এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে আমি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪ ইঞ্চি ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার শেয়ার হোল্ডারগণের ধৈর্য্য ও পরিচালকদের সহযোগিতায় এবং সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই অগাস্ট আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুজাতিক শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা মাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিয়ে (তখনকার সময়ে ১৭-১৮ কোটি টাকা হবে) কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। বিপুল পরিমাণ গ্যাসের মজুদ সমৃদ্ধ গ্যাসক্ষেত্রগুলো এত সস্তায় কিনে নেওয়ার ঘটনা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরেও বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের ৩১ দশমিক ৪৪ শতাংশ জ্বালানি নামমাত্র মূল্যে কেনা এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি সুরাহা করে দেন।

বঙ্গবন্ধু এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের ববিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি সুরাহা করে দেন। "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র কেনাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সনদ বলে অভিহিত করা হয়"।

বঙ্গবন্ধু এই সিদ্ধান্ত একটা চেইঞ্জ গেইম তৈরি করে দিয়েছে আমাদের জন্য। জাতির পিতা বুঝেছিলেন ভবিস্যতে আমাদের দেশে শিল্পায়ন বা উন্নয়ন করতে গেলে প্রথম জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্বালানি ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথাটি উনি মাথায় রেখেছিলেন। উনি আর একটি কথা মাথায় রেখেছিলেন তা হলো জ্বালানির জন্য বিশেষ নির্ভরতা কমানো। নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উনি সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস

গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সররাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় । বিগত পাঁচ দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে । কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় গ্রাহকদের চাহিদার বিপরীতে ফিল্ডসমূহ হতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে । বর্তমানে কোম্পানি ১৩,২৩৮.০৯ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করছে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ২৮,৭৫,৮১৩ ।

বিগত পাঁচ বছরে তিতাস গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণীতে প্রদান করা হল :

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা				
	২০১৬ -১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
বিদ্যুৎ	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭
সার	৩	৩	৩	৩	৩
শিল্প	৪,৬১০	৫,১২৮	৫,২৭৯	৫,৩১৩	৫৩২২
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১,০৮৮	১,৬৩০	১,৬৮০	১,৭০১	১৭১০
সিএনজি	৩৩৫	৩৮২	৩৯৪	৩৯৬	৩৯৬
বাণিজ্যিক	১০,৯১৯	১১,৬৮৮	১২,০৭৫	১২,০৭৫	১২০৭৬
আবাসিক	২৭,১৭,৫৩৬	২৭,৬৪,২৪৭	২৮,৪৬,৪১৯	২৮,৫৫,৩০২	২৮,৫৬,২৪৭
মোট	২৭,৩৪,৫৩৪*	২৭,৮৩,১৩৪*	২৮,৬৫,৯০৭*	২৮,৭৪,৮৪৮*	২৮,৭৫,৮১৩*

* ১২টি মৌসুমি গ্রাহকসহ ।

উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি ।

উন্নয়ন কর্মসূচী:

সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়নি । তবে, বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থবছরে ৪৬.৯৩ কি.মি. লিংক লাইন, পাইপলাইন সংস্কার/পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । বর্তমানে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৩,২৩৮.০৯ কি.মি. ।

গত পাঁচ বছরে কোম্পানির পাইপলাইন নির্মাণ পরিসংখ্যান চিত্র নিম্নরূপ:

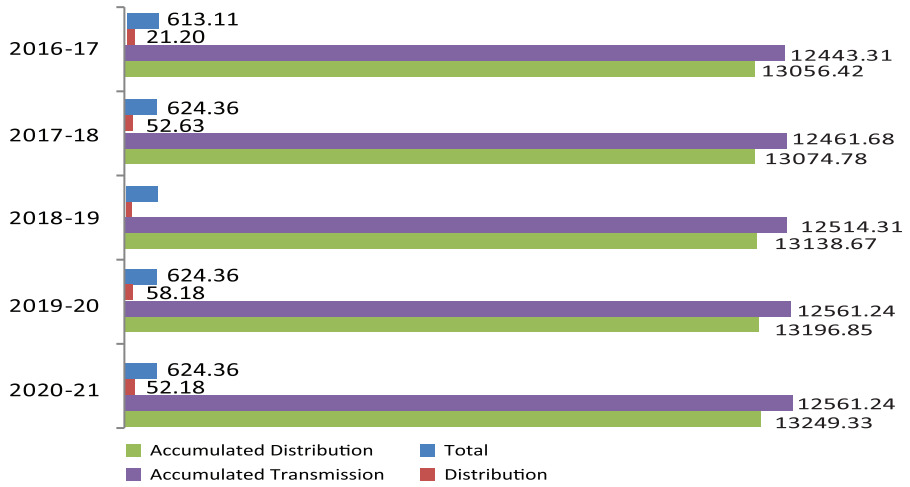

বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সিস্টেম উন্নয়ন কার্যক্রম:

পানগাঁও ভাল্‌ভ স্টেশন হতে জিনজিরা তিতাস গ্যাস অফিস (কদমতলা) পর্যন্ত বিদ্যমান ৮ ইঞ্চি ব্যাস ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপ লাইন এর মাধ্যমে জিনজিরা কেরানীগঞ্জ এলাকায় শিল্প, বাণিজ্য, আবাসিক খাতে গ্যাস সরবরাহ করা হয় । উচ্চতর ব্যাসের গ্যাস পাইপ লাইন না থাকায় পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয় না, বিধায় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজ করছে । বিসিক শিল্পনগরীতে বিভিন্ন ধরনের স্থাপিত ১২৫ টি শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে যার অধিকাংশ শিল্পই গ্যাস নির্ভরশীল । এ শিল্পগুলোতে গ্যাস সংযোগ না থাকায় শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানাগুলো চালু রাখতে বর্তমানে প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে । এতদসত্ত্বেও উক্ত বিসিক শিল্পাঞ্চলে অনেক শিল্পস্থাপনা চলমান রয়েছে, এমনকি বহু সংখ্যক শিল্প প্লট খালিও রয়েছে । কেরানীগঞ্জ উপজেলা জিনজিরায় বিভিন্ন এলাকায় ডাইং ফ্যাক্টরী, ওয়াশিং প্লান্টসহ হালকা/ ভারী বিভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে । ডাইং ফ্যাক্টরী, ওয়াশিং প্ল্যান্ট সমূহ পরিবেশ বান্ধব/পরিকল্পিত নগর নির্মাণের উদ্দেশ্যে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিসিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

বিসিক এর আওতাধীন শিল্পঞ্চলে ভবিষ্যতে ১০০০ (এক হাজার) শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে বিবেচনায় তিতাস গ্যাসের অধীনে ডিআরএস/ আরএমএস স্থাপনসহ পানগাঁও ভাল্ব স্টেশন হতে বিসিক শিল্প নগরী পর্যন্ত ২০" ইঞ্চি ব্যাস ১৪০ পিএসআইজি ২০ কি.মি.পাইপলাইন নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে । উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে এবং তা বাস্তবায়িত হলে:

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে ।

খ) প্রায় ১০০ MMCFD গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে বিদ্যমান স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন হবে ।

গ) নতুন শিল্পায়নসহ প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে ।

তিতাস গ্যাসের অন্যান্য গৃহীত প্রকল্প সমূহ:

** ঢাকা শহরের পুরাতন/ক্ষতিগ্রস্থ/আন্ডার সাইজ বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, SCADA System স্থাপন, GIS Mapping সম্পাদনের মাধ্যমে System এর আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে । এত পাইপলাইনের risks লাঘবসহ দূর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে ।

** ERP System এর মাধ্যমে গ্যাসের সরবরাহ, বিক্রয় ও লস এর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা সম্ভব হবে ।

** প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে আবাসিক খাতে গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে ।

** "টিজিটিডিসিএল এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরন সক্ষমতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাস ১০০০ পিএসআইজি ৬০ কিলোমিটার সঞ্চালন এবং মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাস ৩০০ পিএসআইজি ২৫ কিলোমিটার বিতরন মেইন পাইপলাইন নির্মাণ ।

** স্বল্প চাপ নিরসন/পাইপ লাইন স্থানান্তর/ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ১২ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি ব্যাস ১৫০ পিএসআইজি ১৭৭ কি.মি পাইফলাইন স্থাপন ।

** স্বল্প চাপ নিরসন/পাইপ লাইন স্থানান্তর/ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি প্রকল্প (SASEC) এর আওতায় জয়দেবপুর-টাংগাইল ২০ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি ব্যাস ৫০/১৪০ পিএসআইজি ২৪৪ কি.মি পাইফলাইন স্থাপন ।

** CDM প্রকল্পের মাধ্যমে Above Ground Facilition হতে গ্যাস লিকেজ হ্রাস করা হচ্ছে । এছাড়া জ্বালানী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে Efficiency Equipment ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে । জাতীয় গৃডে LNG সংযোজনের মাধ্যমে তিতাস অধিভূক্ত এলাকায় ১৫০ MMCFD গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে । ভবিষ্যতে চাহিদা অনুযায়ী অধিক পরিমানে LNG সরবরাহের জন্য নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে ।

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রমঃ

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস গ্যাস টি অ্যাণ্ড ডি কোং লি. এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে ভিজিল্যান্স ডিভিশনের নিয়মিত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে ।

২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস/(সিস্টেম গেইন) সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল :

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস/গেইন)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০১৬-১৭	২৩২.৮৯	১.৩৫
২০১৭-১৮	২০১.১৯	১.১৭ *
২০১৮-১৯	১০০৩.৮৩	৫.৭১
২০১৯-২০	৩০৮.৩২	২.০০
২০২০-২১	৩২৩.৬৪	২.০০

* সংশোধিত ।

বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম:

- মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন এ গ্যাসের পুরাতন নেটওয়ার্ক কিল করে নতুন নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৭৯৩ মিটার, ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১২৮১ মিটার, ১ ইঞ্চি ব্যাসের ৯২ মিটার ও ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৩০৫ মিটার বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন স্থাপন সহ বিদ্যমান ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি বিতরন লাইন হতে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি ৪৫ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে (গণভবন), সংসদ ভবন এবং তদসংশিষ্ট এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ লাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ ।
- পানগাঁও ভাল্‌ভ স্টেশন হতে কেরানীগঞ্জ বিসিক পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি পাইপ লাইন নির্মান আশকোনা গাওয়াইর পাইপ লাইন নির্মান,
- তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজ মেরামত এবং স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ১ ইঞ্চি হতে ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০/১৫০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও লিংক লাইন নির্মাণ কাজ
- মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ Psig ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ Psig ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ Psig পাইপ লাইন নির্মান ।
- টংগী টিবিএস এর মডিফিকেশন কাজ ।

পুর্ত কাজের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ :

- কেন্দ্রীয় মাল্টিপারপাস গোডাউন সংলগ্ন তিনতলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ।
- প্রধান কার্যালয় ভবনের দ্বিতীয় তলায় কনফারেন্স হল এবং মিটিং রুম নির্মাণসহ অভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার কাজ ।
- মিরপুর ডিওএইচএস ডিআরএস এর গার্ডরুম, ক্রু রুম ও ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ কাজ ।
- দনিয়াস্থ কোম্পানির নিজস্ব জায়গায় ৬তলার ভিতসহ তিন তলা বিশিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ ।
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান ষ্টাফ কোয়ার্টার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারন কাজ ।
- আবিডি ময়মনসিংহ অফিসের জন্য ক্রয়কৃত জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ ।

পুর্ত কাজের পরিকল্পনা:

- কদমতলী ডিআরএস এলাকায় ৪তলার ভিতসহ দোতলা কন্ট্রোল ভবন, গার্ড রুম, অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ ।
- সরিষাবাড়ী এম অ্যাণ্ড আর স্টেশনের সীমানা প্রাচীর ও জামালপুর এম অ্যাণ্ড আর স্টেশনের প্যালিসাডিং এবং অন্যান্য পূর্ত কাজ ।

- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধিকরন, কন্ট্রোল ভবন সম্প্রসারণ, তৎসংলগ্ন এলাকায় মাটি ভরাট ও প্লাটফর্ম নির্মাণ কাজ ।
- হাজারীবাগ ডিআরএস এলাকায় উদ্ধারকৃত জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্ত কাজ ।
- ডেমরা সিজিএস এলাকার সীমানা প্রাচীর পুন:নির্মাণ এবং গার্ডরুম, সিকিউরিটি রুম পোস্ট নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্ত কাজ ।
- কোম্পানির মাজার রোডের জমিতে ১৪ তলা বিশিষ্ট ১টি অফিস ভবন ও ২টি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আবাসিক ভবন নির্মাণের ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলন প্রণয়ণের লক্ষ্যে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কাজ ।
- কোম্পানির ডেমরা কমপ্লেক্স পুরাতন ভবনসমূহের ব্যবহার উপযোগিতা পরীক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান ।
- প্রধান কার্যালয় ভবনের বোর্ডরুম ও সংলগ্ন কার্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার কাজ ।
- প্রধান কার্যালয় ভবনের ফায়ার এলার্ম ও স্মোক ডিটেকটর স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ ।
- প্রধান কার্যালয় বিদ্যমান মসজিদ সম্প্রসারণ, লাইব্রেরী ১০ম তলায় স্থানান্তর, স্টোর ও চিকিৎসা বিভাগ পুন:বিন্যাস ।
- কোম্পানির আওতাধীন ৮(আট) টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিজস্ব জমিতে অফিস ভবন নির্মাণ কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়েছে :

- সিটি সীড ক্রাশিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট-২)-এর ২২ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র;
- সিটি এডিবল ওয়েল লি.-এর ১৭.৬ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

- ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লি.-এর ৫৮৪ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ;
- রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি বেজড কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিসিপিপি)-এর ৭১৮ মেগাওয়াট (নেট) প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহ;
- সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লি.-এর ৫৮৩ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ; এবং
- মেঘনা সুগার রিফাইনারি লি.-এর ৩১.৫ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ ।

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম :

- Construction of internal gas distribution pipeline and DRS for gas supply to BSCIC API Industrial Park Baushia mouza Gozaria Upazilla Munshigonj Under Deposit Work
- Construction of 16 in.x 8.5 km x 140 psig DM line from Amin Bazar CGS to Leather Industrial Estate,Hemayetpur,Savar and Fabrication Installation and Commissioning of a 40 MMCFD DRS therein.

  Construction of DN 12"x 50 psig Internal Gas Distribution Pipeline at Jamalpur Economic Zone Limited, Roghunathpur, Dighuli, Jamalpur (Under Deposite Work)
- Shifting of 3 in. dia and 8 in. dia. 50 psig distribution gas pipe line and 10 in. dia. 140 psig distribution line from chainage 26+637.94 to chainage 27+008.07 km for SASEC project located at Gorai Bazar Area, Mirzapur, Tangail

- SHIFTING OF 12 INCH DIAMETER X 140 PSIG DISTRIBUTION MAIN GAS PIPE LINE, 3 INCH DIAMETER X 50 PSIG DISTRIBUTION GAS PIPE LINE WITH RMS AND REHABILITATION OF 3 INCH VAVLE FOR EXTENTION PROJECT OF HAZRAT SHAH JALAL INTERNATIONAL AIRPORT
- ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চুনকুটিয়া এলাকায় চেইনেজ ৩৪+০৭৩ হতে ৩৪+৩২০ এ সড়কের এলাইনমেন্টে বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।
- ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চুনকুটিয়া এলাকায় চেইনেজ ৩৩+৯৮০ হতে ৩৪+২০০ এ সড়কের এলাইনমেন্টে বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ।
- টাঙ্গাইলে ৬ ইঞ্চি ব্যাস X ১৫০ পিএসআইজি X ৩৪ মিটার ও ৪ ইঞ্চি ব্যাস X ১৫০ পিএসআইজি X ৭৩ মিটার বিতরণ ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- নারায়ণগঞ্জে ২ ইঞ্চি ব্যাস X ১৫০ পিএসআইজি X ১২.২০ মিটার, ৮ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ৪৫ মিটার, ও ৬ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
- তেজগাঁও, ঢাকা ৮ ইঞ্চি ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ৪০০ মিটার বিতরণ ও ৪ ইঞ্চি ব্যাস X ৫০ পিএসআইজি X ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ৬ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ৪৫৫ মিটার বিতরণ ও ৪ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ৪৩ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৬ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১৭০ মিটার বিতরণ ও ৪ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১৯ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর ৮ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১৭০ মিটার বিতরণ ও ৩ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১২ মিটার, ৮ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১০০ মিটার বিতরণ ও ৩ ইঞ্চি ব্যাস X ১৪০ পিএসআইজি X ১৫ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।
- পশ্চিম মাসদাইর, ফতুল্লা ৮ ইঞ্চি X ১৪০ পিএসআইজি X ২১৩৪ মিটার বিতরণ লাইন ও ৪ ইঞ্চি X ১৪০ পিএসআইজি X ১২ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প।

বাস্তবায়নাধীন পুর্ত কার্যক্রম:

- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ।
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান ৬ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টারের ৬ষ্ঠ তলার অবশিষ্ট ১টি ইউনিট নির্মাণ এবং ভবনের ছাদের ফিনিশিং কাজ।
- ভান্ডার বিভাগের জন্য ডেমরা সিজিএস এলাকায় প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল দ্বারা গোডাউন নির্মাণ কাজ।
- জামালপুর ইকোনমিক জোনে অভ্যন্তরীন ডিআরএস নির্মাণের জন্য প্রদত্ত জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল, সিপি রুম, গার্ড রুম, ডিআরএস ফেন্সিং, অভ্যন্তরীণ রোড নির্মাণ, সাইট উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজ।
- আদমজী ইপিজেড টিবিএস/ডিআরএস এ মাটি ভরাট ও অপসারণ, গার্ড রুম, ডিআরএস ফেন্সিং, অভ্যন্তরীণ রোড, ওয়াচ টাওয়ার, প্লাটফরম, ড্রেনেজ, পাইপ লাইন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ।
- প্রধান কার্যালয় ভবনের আইসিটি ও অডিট ডিভিশনের অভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার কাজ।
- গাজীপুর ডিভিশনাল অফিস ভবনের অভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার কাজ।
- নন্দীপাড়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান একতলা কর্মচারী আবাস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (২য় ও ৩য়) তলার কাজ।

মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) :

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ ঋন প্যাকেজভূক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78) এর অধীনে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩.২ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি জিওবি, জাইকা এবং টিজিটিডিসিএল (নিজস্ব)-এর অর্থায়নে ৭৫৩.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আবাসিক খাতে গ্রাহক পর্যায়ে সিস্টেম লস কমানো; নবায়ন অযোগ্য জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণে উল্যেখযোগ্য ভূমিকা পালন; গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, তদারকি ব্যয় কমানো এবং সর্বোপরি পরিবেশের

উপর ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করা;

প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ইতোমধ্যে ২ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন ও কার্যকর করা হয়েছে। স্বতন্ত্র Data Center এবং Disaster Recovery Center নির্মাণসহ ওয়েব সিস্টেম (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। Point of Sale (POS) পরিচালনার জন্য UCBL ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় POS চালু করা হয়েছে এবং গ্রাহকগণ সহজেই প্রিপেইড কার্ড রিচার্জ করতে পারছেন।

প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ মিটার ক্রয় ও স্থাপন প্রক্রিয়াধীণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ টি লটে মোট ৬৩,৩৬০ টি মিটার জাপান হতে দেশে পৌঁছায়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী জুন ২০২১ এর মধ্যে ৫০,০০০ মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল, যার বিপরীতে মিটার স্থাপন করা হয় ৫৫,৩৪৫ টি। ২য় সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক অবশিষ্ট মিটার স্থানান্তর অনুমোদিত মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সব কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হবে।

২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ৬৬.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ৬৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১০৩.৫০%। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প :

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ রেজিস্ট্রিকৃত এবং United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় তিতাস গ্যাস কোম্পানির CDM সেল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ, পরিমাপকরণ ও মেরামত করা হয়েছে। প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমে সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ৪,০৬,৭০৩.৩ Liter Per Minute বা ৮,৬১,৭৭৫ CFH বা ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর Monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১ম, ২য় ও ৩য় মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে ১৯.২৪ MMCFD, ১৯.৬৬ MMCFD এবং ২০.৮৩ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। UNFCCC কর্তৃক প্রকল্পের Monitoring কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে Verification করা হচ্ছে এবং তদানুযায়ী ২০১৮, ২০১৯ সালে ইস্যুকৃত CER (Certified Emission Reduction)-এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩,৭৮,৬১১ unit ঃ CO_2e এবং ৩৪,৮১,৭২২ unit ঃ CO_2e। বর্তমানে ৪র্থ Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে Monitoring and Verification কার্যক্রম ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের UN Methodology মোতাবেক সম্পন্ন করা হবে।

প্রকল্পটির Agreementঃ মোতাবেক ১% Upfront Payment হিসাবে ১৮,৩৬৪.৭২ ইউরো এবং ১ম Monitoring পর্যায়ের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ১৩,৪৬৪ ইউরো NE Climate A/S (NEAS) এর মাধ্যমে তিতাস গ্যাস কোম্পানিতে গৃহীত হয়েছে। Certified CER Sale এর মাধ্যমে চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি ভবিষ্যতেও আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় আরো ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ রাইজার পরিদর্শনপূর্বক লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান VERRA এ রেজিস্টার্ডকৃত: NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় এবং কোম্পানির সিডিএম সেলের তত্ত্বাবধানে নতুন অনুরুপ একটি প্রকল্প সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির Feasibility Study কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং NE Climate A/S (NEAS) এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি :

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিঃ এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরন সক্ষমতা উন্নয়ন :

- এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি X ১০০০ পিএসআইজি X ৬০ কি.মি সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস নির্মাণ এবং মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি X ৩০০ পিএসআইজি X ২৫ কি.মি বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ ও ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস নির্মাণ করা হবে।
- এ ছাড়াও বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের ২৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তনে এলেঙ্গায় একটি ইনটেক মিটারিং ষ্টেশন নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পাশে ১৬ ইঞ্চি-২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ১৭৭.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন ও ৩/৪ ইঞ্চি-৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১০কি.মি. সার্ভিসলাইন ও বিতরণ লাইনসমূহকে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৫ কি.মি. হেডারনির্মাণ, ০৪টি গ্যাস স্টেশনের মডিফিকেশন সহ এইচডিডি পদ্ধতিতে নদীর তলদেশে মহাসড়কের পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে ২০ ইঞ্চি ব্যাস ১৪০ পিএসআইজি চাপের ০২ (দুই) টি ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাস ৫০ পিএসআইজি চাপের ০২ (দুই) টি মোট ০৪ টি স্থানে পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৬৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

SASEC প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-এলেঙ্গা ৪ লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ৮ ইঞ্চি - ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২১৪ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং ৩/৪ ইঞ্চি -৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৭ কি.মি. সার্ভিসলাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৩৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রতিস্থাপন, উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতসহ SCADA সিস্টেম স্থাপন:

ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্প চাপ নিরসন, লিকেজজনিত দুর্ঘটনা রোধ, জনসাধারনের সুরক্ষা এবং কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস বিপণন ও গ্রাহক সেবা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উন্নততর পরিকল্পনা, নেটওয়ার্ক বিশ্লেষন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন সহজীকরনার্থে প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ টিজিটিডিসিএল এর ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে টিজিটিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি করর্পোরেশনে বিদ্যমান ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী ৬০টি এলাকায় ২ ইঞ্চি - ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি ৯০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ, ৩/৪ ইঞ্চি -২ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ৯৯,০০০ টি সার্ভিস সংযোগ স্থানান্তর করা হবে এবং প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ টিজিটি-ডিসিএল এর ঢাকা শহরে ৩/৪ ইঞ্চি ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি ১৪৭ কি.মি. বিতরণ লাইন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপনের করা হবে। এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ইং তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সব খাতে গ্যাস ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ এর অপচয় রোধকল্পে এবং গ্যাসের মওজুদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জানান। "আবাসিক খাতে গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় তিতাস গ্যাস টিএন্ডটি কোং লিঃ (টিজিটি-ডিসিএল)- এর মাধ্যমে মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া এলাকায় ৪ হাজার ৫শ'টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। তিতাস গ্যাসের আওতাধীন এলাকায় এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ৮ হাজার ৬শ'টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম এলাকায় ৬০ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।" তারই ধারাবাহিকতায় ৩২০০০ প্রিপোইড মিটার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে ।

Installation of 4 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

টিজিটিডিসিএল এর মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার জনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় "৪ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার যে সকল এলাকায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়নি সেসকল এলাকা এবং যেসব এলাকায় আংশিক প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে সেসব এলাকার অবশিষ্ট মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে থেকে ৪ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে IDA / WB / ADB / JICA / Japan Bank for International Co-operation (JBIC) এর অর্থায়ন বিবেচনার জন্য Preliminary Development Project Proforma (PDPP) পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ পুর্নগঠন করে প্রেরণ করা হয়েছে।

Installation of 5.49 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মিটারবিহীন সকল মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৫.৪৯ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে।
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে Preliminary Development Project Proforma (PDPP) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

Installation of 7 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL:

এ প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত এলাকার মিটারবিহীন সকল মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৭ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পটির PDPP পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ:

- Installation of 8.25 Lac Prepaid Gas Meters for TGTDCL
- টিজিটিডিসিএল এর নেটওয়ার্কের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প
- ঢাকা শহরের চারপার্শ্বে ৩০ ইঞ্চি /৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের Ringline স্থাপন প্রকল্প।
- আনলিমা মেঘনাঘাট পাওয়ার প্লান্ট লি:, ৪৫০ মেগাওয়াট, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জে গ্যাস সরবরাহ।
- বিআর পাওয়ারজোন ৪০০ মেগাওয়াট, ময়মনসিংহে গ্যাস সরবরাহ।

জয়দেবপুর-এলেঙ্গা ৪ লেন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পাইপলাইন নির্মাণ

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম

IT System-এর আধুনিকায়ন:

কোম্পানির সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী ওয়েব বেইজড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম থেকে মিটারযুক্ত, মিটারবিহীন, বাল্ক সহ সকল শ্রেণির গ্রাহকদের বিল প্রক্রিয়াকরণ ও লেজার সংরক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, জিপিএফ, ঋণ, বোনাস ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম থেকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি পাওয়া যাচ্ছে :

- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৩৯টি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকরা বর্তমানে রকেট, নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। শীঘ্রই গ্রাহকগণ যাতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে বিল পরিশোধ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- কোম্পানির Data (তথ্যাদি) অধিক সুরক্ষার জন্য কোম্পানির Data Center (DC) Data Recovery Center (DR), Bangladesh Computer Council (BCC) এর Cloud System এ স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। একইসাথে কোম্পানির Network System আধুনিকায়ন করা হচ্ছে;
- কোম্পানির Network যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে Primary Network এর পাশাপাশি Redundant Network স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে;
- কোম্পানিতে স্থাপিত নিজস্ব কলসেন্টার এর ১৬৪৯৬ নম্বরটি প্রতিদিন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা চালু থাকে বিধায় যে কোন ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগ পূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন যা সম্পূর্ণ টোল ফ্রি;
- কোম্পানিতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেজিস্টারকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- Biometric Verification সহ মোবাইল App এর মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- মাসিক গ্যাস বিলের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে;
- রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণ কোম্পানির ওয়েব পোর্টাল থেকে তাদের বকেয়া বিলের তথ্যাদি জানতে পারছেন এবং কোন অভিযোগ থাকলে তা অনলাইনে দাখিল করতে পারছেন;
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল ফোন নম্বর, আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এবং গ্যাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্য চিত্র ইত্যাদি প্রধান কার্যালয়ের নিচ তলায় ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে;
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি তথ্যাদি এসএমএস-এর মাধ্যমে নিয়মিত জানানো হচ্ছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে Acknowledgement SMS গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক / অর্ধবার্ষিক হিসাব সহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকগণ পোর্টাল হতে তাদের হাল নাগাদ প্রত্যায়ন পত্র প্রিন্ট নিতে পারছেন। শীঘ্রই বাল্ক গ্রাহকগণও এই সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হবেন;
- কোম্পানির ওয়েবসাইট মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ অনুসারে হালনাগাদ, পরিমার্জিত ও Update করা হয়েছে;

অবৈধ গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পাইপলাইন অপসারণ :

গ্যাস কারচুপি ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিভিশন কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকালে কোন অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের লক্ষ্যে বিশেষ পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করতঃ গ্যাস কারচুপি/অবৈধ সংযোগ/অনুমোদন অতিরিক্ত স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহারের কারণে ৯ টি শিল্প, ৩ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ২ টি বাণিজ্যিক ও ৮৯ টি আবাসিক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

অবৈধ গ্যাস বিতরণ লাইন উচ্ছেদ অভিযান।

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ এর উদ্যোগে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২৫ টি অভিযানে উৎসমুখ চিহ্নিত ৬১৭ টি পয়েন্টে ৬১৯ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইনের গ্যাস সংযোগ এবং এতে প্রায় ৩,৭৩,০৪৯ টি বার্ণারের অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানির ভিজিল্যান্স/বিপণন/রাজস্ব ডিভিশন কর্তৃক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

গ্রাহক শ্রেণি	গ্যাস কারচুপি/অবৈধ উপায়ে গ্যাস ব্যবহার/ অনুমোদন অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারের কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ গ্রাহক সংখ্যা	গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্নকরণ গ্রাহক সংখ্যা	মোট
শিল্প	৫৫	১২৯	১৮৪
সিএনজি	১	১৬	১৭
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১২	৪৮	৬০
বাণিজ্যিক	৫৪	২৭১	৩২৫
আবাসিক	২১১৭	৭,৪২০	৯,৫৩৭
		সর্বমোট	১০,১২৩

শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাইপাস লাইনের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান।

বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আলোচ্য অর্থবছরের বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি ।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয় :

কোম্পানির বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০২০-২১ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৭,৯২০.০০ ও ১৭,৫২৩.১৯ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬,১৮২.৮০ ও ১৫,৮৫৮.২৬ মিলিয়ন ঘনমিটার।

বিগত পাঁচ বছরের গ্রাহকভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হল :

(এমএমসিএম)

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১	
	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়
বিদ্যুৎ (সরকারি)	২,০৮৩.৭০	২,০৫২.৫৫	২,০০৮.৭০	১,৯৮৫.৮১	২,৬৪১.৫৯	২,৪৮৩.২৮	২,২৭১.৫৯	২,২২৫.৮৬	১,৯৩৭.৫২	১,৮৯৮.৪৪
বিদ্যুৎ(বেসরকারি)	৩,১৫৩.১৮	৩,১১১.৫৪	৩,০৭৮.১৫	৩,০৩৯.৮৪	১,৮০৯.৪৪	১,৭১৩.৬৫	২,৫১৪.৬৮	২,৪৬২.৮২	১,৭২৪.০৫	১,৬৮৯.০৩
সার	৫১৪.৮৪	৫০৮.৯০	৩১৯.৩৮	৩১৪.৯৩	৪২২.৪৩	৩৯৪.০১	২৬২.০০৮	২৫৬.৪৯	৩৮১.৬ ৬	৩৭৩.৭৫
শিল্প	৩,৮৫৩.৯১	৩,৮০৭.৪৯	৩,৯৬৮.০৮	৩,৯২৩.৩৮	৪,১৪৩.৮৪	৩,৯০৭.৩৭	৩,৬৮৭.৬৬	৩,৬১৩.৯২	৪,৩৩০.৫৩	৪,২৪৩.৯৮
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩,৮৭৩.৭৫	৩,৮২৫.৪৮	৩,৮৯৮.৯৮	৩,৮৫৮.১২	৪,৫৪১.৯২	৪,২৮৪.৯৯	৩,৫২৩.৫৫	৩,৪৫৩.০৯	৪,৬৭২.৬৭	৪,৫৭৯.৩০
সিএনজি	৮০০.৩২	৭৯০.৬৯	৭৮৩.৬২	৭৭৫.২২	৭৩২.১৫	৬৯১ .৫২	৫৮১.৫৪	৫৬৯.৯৩	৫৩২.৪৪	৫২১.৮১
বাণিজ্যিক	১৩৬.০০	১৩৪.২৭	১২৮.৫৮	১২৬.৯৯	১১৫.৫৯	১০৯.০১	৯২.৪৪	৯০.৫৯	৭৮.৫২	৭৬.৯৫
আবাসিক	২,৮২১.১৩	২,৭৮৮.০৭	২,৯৬৯.০৩	২,৯৩৭.৪৬	৩,১৬৫.৯১	২,৯৮৩.৭৮	২,৪৮৪.৩১	২,৪৩৪.৭১	২,৫২৫.৪২	২,৪৭৫.০১
মোট	১৭,২৩৬.৮৩	১৭,০১৮.৯৯	১৭,১৫৪.৫২	১৬,৯৬১.৭৫	১৭, ৫৭২.৮৯	১৬,৫৬৭.৬১	১৫,৪১৬.৭৮	১৫,১০৭.৪০	১৬,১৮২.৮০	১৫,৮৫৮.২৬

* ২০২০-২১ অর্থবছরে .৯ এমএমসিএম গ্যাসের সমপরিমাণ কনডেনসেটসহ মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৫,৮৫৮.২৬ এমএমসিএম। আলোচ্য অর্থবছরে ১.৫৬ এমএমসিএম গ্যাস নিজস্ব অপারেশনাল কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে। নীট ক্রয়কৃত ১৬,১৮২.৮০ এমএমসিএম (মোট ক্রয়কৃত গ্যাস - নিজস্ব ব্যবহার) মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৫,৮৫৮.২৬ এমএমসিএম হতে বাদ দিয়ে সিস্টেম লস হিসাব করা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন আলোচ্য অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

রাজস্ব ও আদায়:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানি তার গ্রাহক প্রান্তে মোট ১৫,৮৫৮.২৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে ১৭,১৮৮.০৭ কোটি টাকা এবং মিটার ভাড়া, ডিমান্ড চার্জ, গ্যাসের মূল্য ও সারচার্জসহ সর্বমোট ১৭,৮৩১.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে, যার পরিমাণ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ১৬,৯৫০.৪১ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭,৮৩১.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের বিপরীতে বকেয়া রাজস্বসহ ১৭,৯২২.৫৪ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, যা পাওনার তুলনায় ৯১.২৭ কোটি টাকা বেশী।

গ্রাহকভিত্তিক রাজস্ব পাওনা ও আদায়ের তথ্য নিম্নে দেখানো হল:

(কোটি টাকা)

গ্রাহক শ্রেণি	২০২০-২১			২০১৯-২০		
	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী
বিদ্যুৎ (সরকারি)	৭৬০.৪৯	৭৫৭.৮২	(২.৬৭)	৮৫২.৮২	৮০৭.৮৬	(৪৪.৯৬)
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)	২,১৪৩.০৩	১,৯৪১.৮১	(২০১.২২)	২,১৭২.৯১	১,৯০২.৩১	(২৭০.৬০)
সার	১৭৬.৬৭	২০০.৮৩	২৪.১৫	১২৪.৪১	১২১.৬৬	(২.৭৫)
শিল্প	৪,৩৯৮.৪০	৪,৪৩২.৪৬	৩৪.০৭	৩,৮১৪.৪৬	৩,৪৬৪.৭১	(৩৫৯.৭৫)
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৫,১৫৬.৯৪	৫,৪০৫.৮৭	২৪৮.৯২	৪,৫৭২.৮৭	৪,০৮২.৩২	(৪৯০.৫৫)
সিএনজি	১,৯১৩.৭০	১,৯১১.৭৮	(১.৯২)	২,০৫৩.২৯	১,৯৮৬.৩৯	(৬৬.৯০)
বাণিজ্যিক	১৯১.৮৮	২০৪.৫৪	১২.৭৫	২১৫.১৬	১৯০.৬৯	(২৪.৪৭)
আবাসিক	৩,০৯০.১৬	৩,০৬৭.৩৫	(২২.৮১)	৩,১৪৪.৪৯	২,৬৩৬.৩৮	(৫০৮.১১)
সর্বমোট	**১৭,৮৩১.২৭**	**১৭,৯২২.৫৪**	**৯১.২৭**	**১৬,৯৫০.৪১**	**১৫,১৮২.৩২**	**(১,৭৬৮.০৯)**

আর্থিক ফলাফল :

পূর্ববর্তী অর্থবছরের সঙ্গে তুলনামূলক আর্থিক ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০২০-২১	২০১৯-২০	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
পরিশোধিত মূলধন	৯৮৯.২২	৯৮৯.২২	-
রাজস্ব সঞ্চিতি	৫,৯০২.৩৪	৫,৮১৩.৫৭	৮৮.৭৭
দীর্ঘমেয়াদী দায়	২,৯৫৬.৩৬	২,৭১০.৫৬	২৪৫.৮০
চলতি দায়	৭,৯১৭.৬৭	৮,২৮৬.৮৭	(৩৬৯.২০)
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ	২,৩৮০.৮৭	২,৮৬৪.৪৩	(৪৮৩.৫৬)
স্থায়ী সম্পদ	১,৫০০.৫৬	১,৪৯৩.৯৯	৬.৫৭
চলতি সম্পদ	১২,৭৩২.৭৯	১২,১৮৫.৭৫	৫৪৭.০৪
বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয়	১৭,৮৬৬.২৩	১৬,৯৮৭.৯৪	৮৭৮.২৯
বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য	১৭,১৮৮.১২	১৬,৩৬৮.৫২	৮১৯.৬০
মোট লাভ	৬৭৮.১২	৬১৯.৪২	৫৮.৭০
প্রশাসনিক খরচ	৪৬২.১৮	৫১১.৪৬	(৪৯.২৮)
ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ	১৯.৩৩	৭.৬৪	১১.৬৯
সুদখাতে আয় (নীট) ও অপরিচালনা আয়	২৫১.১৯	৪২৩.৯২	(১৭২.৭৩)
কর পূর্ববর্তী মুনাফা	৪৩৩.১৫	৫০৪.৬১	(৭১.৪৬)
কর পরবর্তী মুনাফা	৩৪৫.৯৮	৩৫৯.৮১	(১৩.৮৩)
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	৩.৫০	৩.৬৪	(.১৪)

আলোচ্য অর্থবছরে করপরবর্তী নীট মুনাফা ৩৪৫.৯৮ কোটি টাকা Retained Earnings এ অন্তর্ভুক্ত এবং বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত লভ্যাংশ ২৫৭.২০ কোটি টাকা Retained Earnings হতে Current liabilities-এ স্থানান্তর করায় এ খাতে ৮৮.৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের মধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণ ৩২.২৮ কোটি টাকা, গ্রাহক জামানতের পরিমাণ ১৯৫.০৬ কোটি টাকা এবং Retirement obligations-এর দায় ৩৬.৭৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় এবং Leave Pay খাতে ৪.১২ কোটি টাকা ও Deferred Tax Liability খাতে ১৪.২১ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সামগ্রিকভাবে এ খাতে ২৪৫.৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে এলএনজি সহ অন্যান্য দেনা পরিশোধের জন্য স্থায়ী আমানত হতে ৪৮৩.৫৬ কোটি টাকা নগদায়ন করায় তা হ্রাস পেয়ে ২,৩৮০.৮৭ কোটি টাকা হয়েছে। গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের তুলনায় আদায় বেশী হওয়ায় দেনাদার খাতে ৯১.২৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫,৭৭৬.০৮ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, পাওনাদার খাতে ৫৭১.২৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪,৩৮৮.৯৫ কোটি টাকা হয়েছে।

চলতি সম্পদের মধ্যে Advances, Deposits and prepayments খাতে ৪৫১.৮৭ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে শুধু Advance income tax খাতেই ৪৪০.৮৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধকালে এবং সুদসহ অন্যান্য আয়ের বিপরীতে কর্তন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বর্ণিত অর্থবছরে কর দায়ের পরিমাণ ৮৭.১৭ কোটি টাকা। অতিরিক্ত উৎস কর কর্তন ফলে কোম্পানির নগদ প্রবাহে (৪৪০.৮৯ - ৮৭.১৭)= ৩৫৩.৭২ কোটি টাকা অতিরিক্ত হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ৭৬৬.০২ এমএমসিএম এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৭৫০.৮৬ এমএমসিএম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয় ৮৭৮.২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য ৮১৯.৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও মোট লাভ ৫৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় ৪৯.২৮ কোটি টাকা হ্রাস এবং ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ ১১.৬৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় ১.১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, নন-অপারেশনাল আয় ও ১৭২.৭৩ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ফলে, কোম্পানির করপূর্ব ও করোত্তর মুনাফা উভয়ই ৭১.৪৬ কোটি টাকা ও ১৩.৮৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪৩৩.১৫ কোটি টাকা ও ৩৪৫.৯৮ কোটি টাকা হয়েছে। এতে শেয়ার প্রতি আয় বিগত বছরের ৩.৬৪ টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ৩.৫০ টাকা হয়েছে।

কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফা :

২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জিত কর পূর্ববর্তী ও কর পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩৩.১৫ কোটি টাকা ও ৩৪৫.৯৮ কোটি টাকা, যার পরিমাণ গত বছরে ছিল ৫০৪.৬১ কোটি টাকা ও ৩৫৯.৮১ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে শেয়ার প্রতি আয় ৩.৫০ টাকা, যা গত বছরে ছিল ৩.৬৪ টাকা।

লভ্যাংশ :

কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ২২% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ ২.২০ টাকা।

আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের মন্তব্য:

- Long-term liabilities as disclosed in Note# 24 to the financial statements include customers' security deposit of Tk. 2,280.98 crore as on 30 June 2021. The Head Office of the Company maintains control ledgers with the information received from zone offices. But during our audit at zone offices we could not confirm such balances with the records of zone offices as the zone offices' general ledgers were not updated. Further, any list, address or any other particulars of the parties could not be made available to us. As a result, we could not ensure by accuracy of the balances from the records of the zone offices.

- Required provision for pension fund of the eligible employees of the Company as on 30 June 2020 was Tk. 1,092.60 crore as per actuarial valuation done by M/s. AIR CONSULTING. As on the said date the Company's assets for the pension fund was only Tk 92.00 crore resulting in a shortfall of provision of Tk. 1,000.60 crore for the said fund. The actuary firm, M/s. AIR CONSULTING recommended to make an annual provision of;

  Option:1- Tk. 200.00 crore immediately and paying Tk 16.92 crore per month to repair deficit in 5 years from the date of valuation.
  Option:2- Tk.300.00 crore immediately and paying Tk 14.80 crore per month to repair the maintaining deficit in 5 years from the date of valuation.
  Option:3- Tk.400.00 crore immediately and paying Tk 12.70 crore per month to repair the maintaining deficit in 5 years from the date of valuation.
  Our opinion on this report, The Company need to make required provision for pension fund accourding to the actuary report.

- Due to delay in payment of bills by the bulk customers (Power- PDB) the Company calculates and charges penal interest on the bill amounts of the respective customers. As such a total amount of Tk. 55.89 crore has been recognized as interest income up to 30 June 2021 and included in Trade Receivables shown in Note# 11. On the other hand, the Company accounted for meter rent and demand charges on its customer namely, PDB for Tk. 134.60 crore up to the year 2020-21. Further, the Company accounted for another income of Higher Heating Value (HHV) from its Private Power customers amounting to Tk 39.52 crore up to the year 2020-2021. The Company has been recognizing these income and receivables since the year 2002. Out of the said aggregated amount of more than Tk. 230.01 crore, there is no realization till date. On a query we came to know that the said customers are not interested to pay such penal interest as well as meter rent, demand charges and high heating value which remain unrealized for long. As a result, there is a substantial doubt as regards realization of the said penal interest, meter rent and high heating value receivable which require full provision in the accounts.

- Receivable from Encashment of FDR for Tk 58.61 crore as disclosed in Note# 14 represents investment in Fixed Deposit Receipt (FDR) with Padma Bank Limited (formerly known as "The Farmers Bank Limited"). Because of weak credit worthiness of the said banks there is a substantial doubt as regards realization of the said investment which require full provision in the accounts. But necessary provision in this regard has not been made in the accounts.

- Physical verification of inventories done at 30 June 2013 identified dead stock worth Tk. 10.44 crore and obsolete stock worth Tk. 3.33 crore by the inventory committee at that time. But the Company did not make any adjustment in the accounts for the said items. Further, the Company conducted physical verification of inventories as on 30 June 2020. It identified huge quantities of dead and obsolete items but could not determine the value of such inventories. As a result, the value of inventories as on 30 June 2021 may include huge quantities of dead and obsolete items which could not be quantified thereof due to lack of information. Thus the carrying amount of inventories of the Company as on 30 June 2021 appears to be overstated.

- As per subsidiary loan agreement (SLA) between the Government of the Republic of Bangladesh and Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited (TGTDCL), the Company has received Tk. 27.29 crore as equity and recognized it as share money deposit. As per Gazette Notification No. 146/FRC/Adm./SRO/2020/01 dated 02 March 2020 by Financial Reporting Council (FRC), the capital received as share money deposit or whatever the name which is included in the Equity part of any company that cannot be refunded and the said amount shall be converted into share capital within 06 (six) months from the date of such receipt. Further, such share money deposit shall be considered in calculation of Earnings per share. However, the outstanding amount of such share money deposit stands at Tk. 205.79 crore as at 30 June 2021. But the Company has not converted this Share Money Deposit into the share capital of the Company as per the instruction given by FRC.

নিরীক্ষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্য:

- কোম্পানির বাল্ক গ্রাহকদের (সরকারি বিদ্যুৎ, বেসরকারি বিদ্যুৎ ও সার কারখানা) নগদ জামানত সিডিউল ১০০% সঠিকভাবে মিলকরণ করা আছে। তবে, কোম্পানির শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, বাণিজ্যিক, মিটারযুক্ত আবাসিক ও মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানতের সিডিউল অডিট চলাকালীন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলেও সম্পন্নের নিমিত্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- প্রকৃত পেনশন দায় নিরূপণের জন্য M/s. AIR CONSULTING -কে Actuary হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। Actuary কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট কোম্পানির বোর্ড সভায় পেশ করা হবে।

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিয়ন্ত্রনাধীন গ্রাহকগণ (Power - PDB) তাদের বিলের সাথে অন্তর্ভূক্ত মিটার ভাড়া / সার্ভিস চার্জ এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রাহক বিলম্ব মাসুল পরিশোধ করা থেকে বিরত রয়েছেন। কোম্পানির তরফ হতে বর্ণিত পাওনা অর্থ পিডিবি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি কোম্পানি নিকট হতে আদায়ের লক্ষ্যে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

- পূর্বতন ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড (বর্তমান পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড) এবং আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংক। উক্ত ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়নের নির্দেশ দিলেও ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে ব্যাংক তা নগদায়ন না করে পূণঃবিনিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ করে। যা কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তা অন্যান্য চলতি সম্পদ এর অধীনে প্রদর্শিত হয়েছে। বিষয়টি কোম্পানির ৭৯০তম বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হলে বোর্ড এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

- কোম্পানির Inventories-এ অন্তর্ভূক্ত মালামাল সমূহ প্রকৃত পক্ষে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ মালামাল নয়, বস্তুত, প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা গ্রাহক সেবা ত্বরান্বিত ও স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে পাইপ লাইন সংক্রান্ত মালামাল Inventories-এ সংরক্ষণ করা হয়। এবং বিশেষায়িত ব্যবসা ধরণের কারণে কোম্পানিতে সংরক্ষিত উক্ত মালামালের কোন স্বাভাবিক বাজারও দেশে নেই। সে মতে, উক্ত Inventories -এর জন্য (আইএএস) ২ : Inventories শতভাগ প্রতিপালন সমর্থনযোগ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়। তথাপি, প্রযুক্তির পরিবর্তন, চাহিদা ও সেবা প্রদানের ধরণ পরিবর্তন এবং দীর্ঘ কর্ম-পরিক্রমায় দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় কোম্পানির ভান্ডারে রক্ষিত মালামালের কিছু অংশ ব্যবহার অযোগ্য ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে আছে বলে কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করেছে। সে মোতাবেক কোম্পানি নির্ধারিত নিয়ম/বিধি অনুযায়ী উক্ত মালামাল অকেজো ঘোষণা এবং নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

➢ একনেক-এর সিদ্ধান্ত/শর্ত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অংশ বিশেষ ইক্যুইটি হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়েছে। FRC-এর গাইডলাইন অনুযায়ী উক্ত অর্থ শেয়ার মূলধনে রূপান্তরের জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে FRC-এর সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানির কোন মূলধনী আয়/ব্যয় নেই।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে সম্পাদিত কার্যাদি :

চলতি অর্থবছরে কোম্পানি তার সাভাবিক কার্যাবলীর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বহুবিধ লেনদেন সম্পূর্ণ করে। নিম্নে IAS- ২৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম এবং তাদের সাথে সম্পাদিত লেনদেন সমূহের প্রকৃতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো।

পার্টির নাম	সম্পর্ক	লেনদেনের প্রকৃতি	চলতি অর্থবছরে নীট লেনদেন	৩০/০৬/২১ তারিখের (দেনা)/পাওনা	৩০/০৬/২০ তারিখের (দেনা)/পাওনা
পেট্রোবাংলা	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ		৪৯৫	(২,৬৭২)	(৩,১৬৭)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	১৭	(২৮)	(৪৪)
বিজিএফসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	৭০	(৭৫)	(১৪৪)
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ট্রান্সমিশন	১২৭	(১৬৩)	(২৯০)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(১৬)	৯৮	১১৪
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(৫৪)	১,০২৬	১,০৮০
আরপিজিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	৫	(৪)	(৯)
	মোট		৬৪৩	(১,৮১৮)	(২,৪৬১)

পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানীভাতা :

কোম্পানি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী'কে বোর্ড সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান :

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লিঃ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান ছাড়াও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত শুল্ক, কর পরিশোধ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ৬৫৫.৬৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে তিতাস গ্যাসের আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(কোটি টাকা)

খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
লভ্যাংশ	১৪৮.৩৮	১৬৩.২২	১৮৫.৪৮	১৯২.৮৯	১৯২.৮৯
কর্পোরেট আয়কর	৩৪৭.১৮	৩৪২.৮৯	৩৬২.৬০	৩৯৫.৮১	৪৪০.৮৯
ডিএসএল	২৪.৩২	২৪.২৮	২৫.৭৪	১০.৪৭	১০.১৭
আমদানী শুল্ক ও মূসক	৭.৩৪	২৮.০৮	১৮.৭৩	৯.৭৪	১১.৬৮
মোট	৫২৭.২২	৫৫৮.৪৭	৫৯২.৫৫	৬০৮.৯১	৬৫৫.৬৩

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ

কোম্পানির সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে দৃঢ় ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। গ্যাস সেক্টরের অগ্রদূত ও অন্যতম প্রধান বিপণন কোম্পানি হিসেবে তিতাস গ্যাস উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে আগষ্ট ২০০৬-এ কোম্পানিতে একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০০৮ প্রবর্তন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতির মানদন্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ঋণ/অগ্রিম প্রদানার্থে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০১০, এমপ্লয়ীজ ভ্রমণভাতা প্রবিধানমালা-২০১২ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

জনশক্তি :

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০০৬ (পরবর্তীতে আংশিক সংশোধিত) অনুযায়ী মোট জনবল ৩,৭৩৬ জনের মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১,২৪৩ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২,৪৯৩ জন। সংস্থানকৃত মোট জনবলের মধ্যে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৮২৬ জন কর্মকর্তা এবং ১,১৩১ জন কর্মচারী অর্থাৎ মোট ১৯৫৭ জন কর্মরত ছিলেন। আলোচ্য অর্থবছরে মোট ৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, ০৯ জন কর্মকর্তা ও ৪ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর; ০১ জন কর্মচারীকে অক্ষমতাজনিত কারণে অবসর প্রদান এবং ০৯ জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। কোম্পানির বিধি মোতাবেক ০১ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৩১ জন কর্মকর্তা ও ৫৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। সরকারের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ই-সফটওয়্যার-এর আওতাধীন এইচ.আর মডিউল-এ অন্তর্ভূক্তকরণ ও ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ

(ক) অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
০১।	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত (সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি) প্রশিক্ষণ	৩৫ টি	২৮৭ জন
০২।	ই-ফাইলিং (১১টি ব্যাচ), সুশাসন ও এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (২টি ব্যাচ), চাকুরি বিধিমালা, RMS Modification, APA, Grooming & Organizational Behaviour, Ground Penetrating Rader (GPR), Team Building (২টি ব্যাচ), Online Application Portal of TGTDCL (২টি ব্যাচ) বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	২৩ টি	৬৪১ জন
০৩।	ইন্টার্নশীপ	২০ টি	২০ জন
০৪।	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সংক্রান্ত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	১৮ টি	১৩৭ জন
	মোট	**৮০ টি**	**১০৮৫ জন**

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমনজনিত পরিস্থিতির কারনে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আউটসোর্সিং ব্যবস্থায় ১৮ (আঠার) জন গাড়ীচালক নিয়োজিত করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী সম্পর্ক:

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ, বকেয়া আদায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্ক উন্নয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের সুফল ইতোমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে কোম্পানির সেবার মান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোম্পানির অপারেশনাল কার্যক্রম স্বাভাবিক ও সৃষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক। বর্তমানে তিতাস গ্যাস কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজি নং:বি-১১৯৩ কর্মচারীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে। এক্ষত্রে সিবিএ কার্যনির্বাহী পরিষদ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

শিক্ষা কার্যক্রম :

১৯৮৭ সালে কোম্পানির উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২০ সালে মোট ৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপুর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২০ পুঞ্জিকাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট (পিইসি) পরীক্ষা এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা সরকার কর্তৃক অটোপাস ঘোষনা।

সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) :

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাত হতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে গ্যাস লাইনের লিকেজ মেরামতকালে দুর্ঘটনায় আহত দৈনিক মজুর মো. রুহুল আমিনকে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা, জনাব আজিমকে ১,০০,০০০/- (এক ল) টাকা এবং পথচারী জনাব মো. জাফরকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লাখ) টাকাসহ সর্বমোট ৩১,৭৫,০০০/- (একত্রিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

শিক্ষাবৃত্তি :

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উর্ত্তীণ হয়, তাদেরকে প্রতিবছর "তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা ইঞ্চি কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ম শ্রেণিতে ২৯ জন, ৮ম শ্রেণিতে ১৩ জন, এসএসসি ও সমমান-এ ৭৭ জন, এইচএসসি ও সমমান-এ ১১ জন এবং স্নাতক/স্নাতক(সম্মান)/স্নাতকোত্তর-এ ০৯ জনসহ সর্বমোট ১৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী :

কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণসহ সর্বমোট ১৪৮,২৮,৬২,০০০/- একশত আটচল্লিশ কোটি আটাশ লক্ষ বাষট্টি হাজার) বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কোম্পানিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন: দোয়া ও ইফতার মাহফিল, মিলাদ, শোক ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা মৃত্যুবরন না করায় কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানিতে মোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের দাফন-কাফন এবং সৎকারের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা হারে মোট ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা হারে মোট ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯:

কোম্পানিতে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে অদ্যাবধি সর্বমোট ২২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০৬ জন এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে এবং ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চিকিৎসাধীন অথবা আইসোলেশনে রয়েছে। আক্রান্তদের মধ্য থেকে ০৬ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন।

ক্রীড়া ও বিনোদন :

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ- ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দেশের গ্যাস সেক্টরের সর্ববৃহৎ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি বিগত প্রায় ৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের জ্বালানি চাহিদার যোগানের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বঙ্গবন্ধু কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিনোদন তথা সাংস্কৃতিক চর্চার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে নিমিত্তে তিতাস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবৎ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য বনভোজন আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনডোর গেমস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে ।

জাতীয় পর্যায়ে কোম্পানির খেলাধুলা সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৪জন খেলোয়াড় কে দলভুক্ত করে একটি শক্তিশালী ভলিবল টিম গঠন করা হয় । বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন এর আওতায় দ্বিতীয় বিভাগ /প্রথম বিভাগ ও ফাইনালি প্রিমিয়াম লীগে অংশগ্রহণ করে এ পর্যন্ত ৬ বার চ্যাম্পিয়ন ২৪ বার রানার্স আপ হয়েছে । এর ফলে তিতাস গ্যাস ভলিবল খেলায় জাতীয় পর্যায়ে অসাধারণ অবদান রাখতে পেরেছে । এছাড়াও তিতাস ক্লাবের এই শক্ত অবস্থানের কারণে বর্তমান সময়েও তিতাস ক্লাবের বেশ কিছু খেলোয়াড় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল টিমে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেয়েছেন । তাদের মধ্যে সাইদ আল জাবির, লিংকন সোহেল, ইমরান হায়দার কাঞ্চন, মো. আব্দুল মোমিন সাদ্দাম অন্যতম, যা তিতাস ক্লাব তথা তিতাস গ্যাস কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় ।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ছাড়াও তিতাস ক্লাব বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দাবা লীগ-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে । ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রায় প্রতিটি প্রতিযোগিতায় তিতাস ক্লাব সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে । দাবা খেলায় তিতাস ক্লাবের অবস্থানকে সুসংহত করার নিমিত্তে গ্র্যাণ্ড মাষ্টার নিয়াজ মোর্শেদ, আন্তর্জাতিক মহিলা মাষ্টার রানী হামিদ, কোলকাতার গ্র্যাণ্ড মাষ্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, গ্র্যাণ্ড মাষ্টার এনামুল হোসেন রাজিব অন্যতম । বর্তমানে দেশের বিভিন্ন খ্যাতিমান ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের মধ্যে একরামুল হক সিয়াম, প্রাক্তন জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়ন নজরানা খান ইভা, ক্যান্ডিডেট মাষ্টার সোহেল চৌধুরী, শফিকুর রহমান, এবং সাইফুল ইসলাম নিয়মিতভাবে তিতাস ক্লাবের পক্ষের বিভিন্ন দাবা লীগে অংশগ্রহণ করেছেন । জাতীয় দাবা লীগ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তিতাস ক্লাব ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০০১ ও ২০০৮ সালে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে ।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান :

কোম্পানিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন: দোয়া ও ইফতার মাহফিল, মিলাদ, শোক ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা মৃত্যুবরন না করায় কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি । ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানিতে মোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন । তাদের দাফন-কাফন এবং সৎকারের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা হারে মোট ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা হারে মোট ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল :

শুদ্ধাচার চর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানি হতে প্রকৌ. মো. মাহমুদ-উর রহমান ভূঞাঁ, কোড নং-০০৯৭৮, ব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), টি এন্ড ডি শাখা-ডেমরা, সিস্টেম অপারেশন বিভাগ- দক্ষিণ এবং জনাব শাহ মুহাম্মদ আকমল (০৯৩০৬), সিনিয়র সুপারভাইজার, জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা- উত্তর'কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে । জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকুরি, সুশাসন ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কোম্পানির স্টেক হোল্ডার/অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে । বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের আইডিয়া/মতামত ও ইনোভেশন পদ্ধতি গ্রহণ ও অভিযোজনের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় আইডিয়া/মতামত বক্স স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচারের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নৈতিকতা সম্পর্কিত পোষ্টার কোম্পানির সকল দপ্তরে সাঁটানো হয়েছে । কোম্পানির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সরকারি স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে ।

২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রকৌ. মো. মাহমুদ-উর রহমান ভূঞাঁ কোড নং-০০৯৭৮, ব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ।

২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব শাহ মুহাম্মদ আকমল, কোড নং-০৯৩০৬, সিনিয়র সুপারভাইজার ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তনকরে । এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে পেট্রোবাংলার এবং পেট্রোবাংলার সাথে এর আওতাধীন সকল কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবছর সম্পাদিত হয় । এ লক্ষ্যে উক্ত চুক্তি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং কোম্পানির সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত টিজিটিডিসিএল হতে একজন কর্মকর্তাকে ফোকালপয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লি. এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর

ইনোভেশন কার্যক্রম :

জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে ইনোভেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কাজে গতিশীলতা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম "বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনসহ Apps এর মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন গৃহীত হয়েছে, যা কোম্পানির আইসিটি ডিভিশন বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কোন পেনশনভোগী কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রতি মাসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে পেনশন উত্তোলন করতে আসতে হয় এবং তার বিলটি ব্যবস্থাপক /তদূর্ধ কর্মকর্তা দিয়ে প্রত্যায়ন করতে হয় । এই মোবাইল এ্যাপস এর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পেনশন উত্তোলনকারীকে ১ বার সশরীরে এসে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনসহ রেজিষ্ট্রার্ড হতে হবে । এটি বাস্তবায়িত হলে পেনশনভোগী ব্যক্তি ঘরে বসে তাঁর মোবাইলে Apps এর মাধ্যমে authentication সহ কোম্পানির কাছে পেনশন দাবি করলে তা ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমে পেনশন রেজিষ্ট্রার্ড ব্যাংক একাউন্ট এ প্রেরণ করে এসএমএস দেওয়া হবে । এতে পেনশনভোগী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। পেনশনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কোম্পানি উভয়ই উপকৃত হবে ।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

স্বাস্থ্য :

সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন।

পরিবেশ :

বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস-এর নিঃসরণ, কার্বন ডাই-অক্সসাইড/কার্বন মনোঅক্সাইড এর তুলনায় ওজন স্তরকে ২২গুণ ক্ষতি করে ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ-এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকাণ্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। বিদ্যমান বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হয়। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপণ এবং নিয়মিত রোপিত চারা গাছের পরিচর্যা করা হয়। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়।

নিরাপত্তা :

পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ফলে কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে এযাবৎকাল গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পুরানো নেটওয়ার্ক ও করোশনের ফলে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে পাইপলাইনের রাইট অব ওয়ে-তে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের যে কোন ধরনের ক্ষতি মোকাবেলায় নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য গ্যাস ও কনডেনসেট লিকেজের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নিবারণমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালন করা হচ্ছে এবং মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন-ডাইঅক্সসাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা নীতিমালা লঙ্ঘনের ফলে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ১ বার কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও, কোম্পানির সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিমাসে স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করা হয়।

জরুরি কল সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন মতিঝিল কার্যালয়ে ২৪ ঘণ্টা ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ ঢাকা সেনানিবাস, পোস্তগোলা এবং মিরপুরে জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং সম্মানিত গ্রাহকদের আঙ্গিনায় নিরাপদ ও সুষ্ঠু গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকের সকল কলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত জরুরি কলের সংখ্যা তথা জরুরি দল কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ

কলের ধরণ	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
অগ্নি দুর্ঘটনা	৩০৬	২৮১
গ্যাস লিকেজ	৪৪৯৬	৭০৩৫
গ্যাসের স্বল্পচাপ	৫৬	১৭১
গ্যাস নেই	৩৬৫	৫২১
অন্যান্য	১৮৭	৮৭৩
মোট	৫৪১০	৮৮৮১

উন্নততর সেবা কার্যক্রম :

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরী ও আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশনের আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতকালীন গ্যাস স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে পাইপলাইন স্থাপন ও সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

একটি সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; তার কার্যকর বাস্তবায়ন ও সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ কোম্পানির সার্বিক সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার সাথে সাথে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন রয়েছে। এ লক্ষ্যে একজন Independent Director- এর সভাপতিত্বে ৩জন সম্মানিত পরিচালকের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকারী 'নিরীক্ষা ডিভিশন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত "Management Report" অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহ অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

সম্মানিত গ্রাহক ও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দেশের জ্বালানি খাতে সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ কোম্পানির সার্বিক উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিতাস বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা ও তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিকসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কোন কোন অঞ্চলে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার জন্য সরবরাহ বিঘ্ন ঘটায় সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের নিকট কোম্পানি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।

বিগত সময়ে কোম্পানিকে বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড একচেঞ্জ কমিশন, স্টক একচেঞ্জ, পেট্রোবাংলা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিইআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট তাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ আনিছুর রহমান)
চেয়ারম্যান